অ্যান্নো ২০৭০

যারা রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি ও সিটি বিল্ডিং গেম পছন্দ করেন তাদের জন্য ইউবিসফট নিয়ে এসেছে একটি অসাধারণ গেম, যার নাম হচ্ছে অ্যান্নো ২০৭০। যারা সিমস গেমের অন্তর্ভক্ত তারা চাইলে এটি খেলে দেখতে পারেন। এটি কোনো অংশেই সিমস গেম সিরিজের থেকে কম আনন্দদায়ক নয়। গেমটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শিল্প বনাম পরিবেশবাদ। বর্তমানের যেখানে আমরা সবাই পরিবেশ রক্ষার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছি, সেখানে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ দূষণ করে চলেছে নির্বিকারভাবে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর অবস্থা কী হবে সেটি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এই গেমটি তাই তৈরি করা হয়েছে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কী অবস্থা হবে তার ওপর নির্ভর করে। তাই গেমের পটভূমি হচ্ছে ২০৭০ সাল। যেখানে দেখানো হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে মেরুর বরফ গলে পৃথিবীর বেশিরভাগ নিচু অঞ্চল পানির নিচে তখন সাগরের বুকে নতুন ভূখণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। গেমারকে সেখানে বসতি স্থাপন করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে লোকালয়। গেমটি যৌথভাবে তৈরি করেছে রিলেটেড ডিজাইন এবং ইউবিসফট বু বাইট প্রতিষ্ঠান।

গেমটিতে তিনটি আলাদা সংগঠন বা ফ্যাকশন নিয়ে খেলা যাবে। ফ্যাকশনগুলো হচ্ছে–ইডেন ইনিশিয়েটিভ (সংক্ষেপে Ecos), গ্লোবাল ট্রাস্ট (সংক্ষেপে Tycoons) এবং S.A.A.T. বা Tech. ইডেন ইনিশিয়েটিভ সাধারণত পরিবেশবাদী দল। এরা টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শহর নির্মাণে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তারা টেকনোলজির ব্যবহারের দিক দিয়ে অদক্ষ এবং এদের নিয়ে খেললে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব, কিন্তু শহরের সম্প্রসারণ হবে খুব ধীরগতিতে। অন্যদিকে গ্লোবাল ট্রাস্ট দল নিয়ে খেলা শুরু করলে শহরকে দ্রুত প্রসারিত করা সম্ভব, কিন্তু পরিবেশ দূষণের হার হবে বেশি। গেমের তৃতীয় দলটি হচ্ছে S.A.A.T., এটি টেকনোলজির দিক দিয়ে পারদর্শী। এই দলটি বাকি দুই দলকে সাহায্য করার জন্য রাখা হয়েছে। এটি দুই দলকেই তাদের চাহিদামতো বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা ও গবেষণার কাজে সাহায্য করে থাকে।

গেমের শুরুতে গেমার ইচ্ছে করলে স্টোরি মোড বা সিঙ্গেল মিশন মোডে গেমটি খেলতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে যেকোনো একটি ফ্যাকশন নিয়ে খেলতে হবে। ধরা যাক, যদি গেমার ইডেন ইনিশিয়েটিভ দলকে নিয়ে খেলা শুরু করেন তাহলে প্রথমেই তাকে একটি বিশাল সমুদ্রসীমা দেয়া হবে সেখানে অনেকগুলো দ্বীপ থাকবে, তবে শুরুতে একটি নির্দিষ্ট দ্বীপ থেকে খেলা শুরু করতে হবে। গেমারকে প্রথমেই সমুদ্র তীরে একটি বন্দর তৈরি করতে হবে তারপর একটি সিটি সেন্টার এবং মানুষের থাকার জন্য ঘর বানিয়ে দিতে হবে। কোন কাজের পরে কোন কাজ করতে হবে সেটি গেমে থাকা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট বলে দেবে। কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে বা ঠিকমতো না হলে রোবট সেই ব্যাপারে জানাবে। শহরে অন্যান্য স্থাপনা গড়ে তোলার জন্য শহরের জনসংখ্যা বাড়াতে হবে। ইডেন ইনিশিয়েটিভ পরিবেশ সচেতন বলে তাদের বেশিরভাগ স্থাপনা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব। যেমন এরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য বায়ুকল ব্যবহার করে, এ ছাড়া সোলার এনার্জিও ব্যবহার করে। লোকজনদের থাকার জন্য ঘরগুলোও এমনভাবে বানানো হয় যাতে করে আলো-বাতাসের জন্য বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার না হয়। এছাড়া দ্বীপের কয়লা, লোহা, তামা আহরণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন– লোহার পাইপ, নির্মাণ কাজের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র, মোবাইল ফোন ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কলকারখানা বানাতে হবে। প্রতিটি স্থাপনা ও কারখানা তৈরির আগে দেখে নিতে হবে সেগুলো বানালে পরিবেশের ভারসাম্য কতটুকু নষ্ট হচ্ছে। গেমারকে সবসময় একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রেখে খেলতে হবে। গেমে শহরের লোকদের জন্য চাল, চা, শাকসবজির চাষ করতে হবে এবং সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করতে হবে। প্রতিটি সিটি সেন্টারের জন্য একটি করে ইনফরমেশন সেন্টার তৈরি করতে হবে এবং লোকজনকে পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া ফায়ার স্টেশন বানাতে হবে যাতে করে কোনো স্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সেটি নেভানো যায়। যদি ভারসাম্য কমে যায় তাহলে আবহাওয়া ভবন এবং ওজোন গ্যাস বানানোর কারখানা বানাতে হবে। ফলে ভারসাম্য আবার আগের স্থানে এসে যাবে।

যদি গেমার গ্লোবাল ট্রাস্ট দল বা সংগঠনকে নিয়ে খেলা শুরু করেন তাহলেও একইভাবে খেলতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্যের দিকে বেশি জোর দিতে হবে না। গ্লোবাল ট্রাস্ট সাধারণত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা ও নিউক্লিয়ার প্লান্ট ব্যবহার করে। ভারসাম্য বেশি কমে গেলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রিজার্ভার এবং ওয়াস্ট কম্প্যাক্টর বানিয়ে দিলেই হবে। গেমে অন্যান্য দ্বীপে গড়ে ওঠা শহরের সাথে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে হবে। কিছু পণ্য গেমারের দ্বীপে উৎপাদন করা সম্ভব নয়, তখন সেগুলো অন্য দ্বীপ থেকে আমদানি করতে হবে। আবার যেসব পণ্য গেমারের দ্বীপে বেশি উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো রফতানি করতে হবে। অনেক সময় গেমারের দ্বীপে অন্য কেউ আক্রমণ করতে পারে, তাই দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য দ্বীপের মালিকদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলে সেটিও করা যাবে আবার যদি যুদ্ধ না করে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান তাও করা যাবে। চাইলে আপনি অন্যান্য দ্বীপের মালিকদের থেকে মিশন বা কাজ নিতে পারেন, যার জন্য তারা আপনাকে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা নগদ অর্থ দান করবে।

গেমের গ্রাফিক্স এতটাই মনোমুগ্ধকর এবং বাস্তব, গেমটি খেলার সময় মনে হবে গুগল আর্থে আপনি লাইভ কোনো দ্বীপের দৃশ্য দেখছেন। প্রতি দ্বীপের পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদসৈকত, গাছপালা, পশুপাখি, ঘাস ও মানুষের গ্রাফিক্স খুব সাবলীলভাবে করা হয়েছে, যার ফলে একে সত্যিকারের শহর মনে করে ধোঁকা খেয়ে যেতে পারেন। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজ, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ৫১২ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্সকার্ড এবং ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। তাহলে আর দেরি কেন? আজই গেমটি সংগ্রহ করে খেলা শুরু করে দিন।

ম্যাক্স পেইন ৩

ম্যাক্স পেইন গেমের নাম শোনেননি এমন গেমার খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অ্যাকশন গেমারভক্তদের পছন্দের তালিকায় যে কয়জন হিরো রয়েছে তার মধ্যে ম্যাক্স পেইন অন্যতম। গেম সিরিজটির যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০১ সালে প্রথম গেম ম্যাক্স পেইন দিয়ে। গেমের নাম দেয়া হয়েছে গেমের প্রধান চরিত্রের নামে। গেমটি ডেভেলপ করেছে রিমেডি এন্টারটেইনমেন্ট এবং যৌথভাবে পাবলিশ করেছে গ্যাদারিং ও থ্রিডি রেলমস। দুই বছর পরেই গেমটির দ্বিতীয় পর্ব ম্যাক্স পেইন ২ ফল অব ম্যাক্স পেইন বের হয়েছিল যা পাবলিশ করেছিল রকস্টার গেমস। এখন ম্যাক্স পেইন সিরিজ নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে রকস্টার গেমসের ঝুলিতে রয়েছে। রকস্টার অনেক দিন ধরে জল্পনা-কল্পনা শেষে দীর্ঘ নয় বছর পর বের করল ম্যাক্স পেইন সিরিজের তৃতীয় পর্ব ম্যাক্স পেইন ৩। গেমটির ডেভেলপার ও পাবলিশার উভয়ই রকস্টার গেমস। ডেভেলপের কাজে রকস্টারের বেশ কয়েকটি টিম কাজ করেছে যার মধ্যে রয়েছে– রকস্টার নর্থ, রকস্টার লিডস, রকস্টার লিঙ্কন, রকস্টার নিউ ইংল্যান্ডস, রকস্টার লন্ডন, রকস্টার সান ডিয়েগো ও রকস্টার টরোন্টো। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে রেজ ও ইউফোরিয়া নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটির ডিস্ট্রিবিউট করেছে টেইক-টু ইন্টার-অ্যাক্টিভ। গেমটি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০ এর জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে।

থার্ড পারসন শুটিং গেমগুলোর মধ্যে বেশ নামকরা এ গেম সিরিজটির নতুন পর্বে গেমটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে কিছু নতুন অপশন যোগ করে। নতুন অপশনের পাশাপাশি আগের কিছু অপশনও রাখা হয়েছে যাতে গেমের পুরনো আমেজ বজায় থাকে। ম্যাক্স পেইন গেমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাফিয়ে শুন্যে থাকা অবস্থায় স্লো মোশনের গুলি করার ক্ষমতা। গেমের এ অ্যাকশনটিই গেমের মূল আকর্ষণ। গেমে নতুনভাবে যোগ করা হয়েছে শত্রুপক্ষের গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য কভার নেয়া, গুলি করার পর তা ধীরগতিতে দেখার সুযোগ, গুলি করার পারফেকশন ইত্যাদি। জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্য পেইনকিলার খাবার ব্যাপারটি নতুন গেমে রাখা হয়েছে। আগের গেমে ম্যাক্স পেইনের জীবনের এক পর্বের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছিল যেখানে সে তার স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। আগের গেমের পটভূমি ছিল নিউইয়র্ক। কিন্তু এবারের গেমের কাহিনী সাজানো হয়েছে ব্রাজিলের সাও পাওলো নামের শহরে। এবারের গেমে ম্যাক্স কাজ করবে এক প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য হিসেবে। গেমের প্রথম দিকে ম্যাক্স পেইন আগে যেমন ছিল তেমনি দেখাবে। কিন্তু গেমের কয়েকটি মিশনের পর তার চেহারায় আনা হবে ব্যাপক পরিবর্তন। তার আগের সুদর্শন চেহারার পরিবর্তে মুখে দাঁড়ি ও মাথায় টাক দিয়ে চেহারায় ভয়ঙ্কর ভাব দেয়া হয়েছে। এ গেমে ম্যাক্স পেইনের কাজ হবে একটি সেলিব্রেটি পরিবারের সুরক্ষা প্রদান করা।

গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৪ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিটি বা এএমডি রাডেওন এইচডি ৩৪০০ এবং ৩৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের গ্রাফিক্স বেশ চমৎকার এবং গেমপ্লে অসাধারণ। যত ভালো ও বেশি মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করা যাবে গেমের গ্রাফিক্সের মান ততই ভালো হয়ে উঠবে।

ফ্ল্যাট আউট ৩

সাধারণ রেসিং গেমের একঘেয়েমি দূর করার লক্ষ্যে ফ্ল্যাট আউট নামের অ্যাকশন ভিত্তিক এক রেসিং গেমের সূচনা হয় ২০০৪ সালে। গেমটি পাবলিশ করেছিল এম্পায়ার ইন্টার-অ্যাক্টিভ এবং ডেভেলপার ছিল বাগবিয়ার এন্টারটেইনমেন্ট। গেমটিতে রেসের পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সুযোগ দেয়ায় গেমটি অন্যান্য রেসিং গেমের চেয়ে কিছুটা ভিন্নরূপে গেমার মহলে উপস্থিত হয়। ব্যতিক্রমধর্মী গেমপ্লের কারণে গেমটি বেশ সাড়া ফেলে দেয়। ২০০৪ সালের পর একে একে বাগবিয়ার বের করে এ গেম সিরিজের আরো দুটি পর্ব যাদের নাম ফ্ল্যাট আউট ২ ও ফ্ল্যাট আউট আল্টিমেট কারনেজ। ফ্ল্যাট আউট ৩ ক্যাওস অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন নামের নতুন বের হওয়া গেমটি এ সিরিজের চতুর্থ গেম। কিন্তু গেমটির মূল ডেভেলপার বাগবিয়ার এবারের গেম ডেভেলপ করেনি। তাদের বদলে এবার গেমটি ডেভেলপ করেছে টিমসিক্স গেম স্টুডিও। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পাবলিশার কোম্পানিও এবার বদলে গেছে। এম্পায়ার ইন্টার-অ্যাক্টিভের বদলে গেমটি পাবলিশ হয়েছে স্ট্র্যাটেজি ফার্স্টের ব্যানারে। এবারের গেমটি শুধু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ প্লাটফর্মের জন্যেই রিলিজ দেয়া হয়েছে। এ সিরিজের আগের গেমগুলো পিসির পাশাপাশি কনসোলের জন্য বানানো হয়েছিলো। নতুন ডেভেলপার ও পাবলিশার হওয়ার কারণে নতুন গেমে আগের গেমগুলো তুলনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

নতুন এ গেমটি বেশ সমালোচিত হয়েছে কারণ গেমটিতে তেমন একটা ভালো করতে পারেনি নতুন গেম ডেভেলপার কোম্পানি টিমসিক্স গেম স্টুডিও। গেমটি এমনভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে যা দেখলেই বোঝা যায় তা কাঁচা হাতের কাজ। অনেক আগের দিনের গেমের মতো গেম গ্রাফিক্স ও ক্যারেক্টার গ্রাফিক্স দেয়া হয়েছে এতে। গেমের গ্রাফিক্সের কথা বলতে গেলে তা গ্র্যান্ড থেফট অটো ভাইস সিটির চেয়ে কিছুতা ভালো বলা চলে। গেমটি যে খুব খারাপ তা নয়। গেমটিতে অনেক ধরনের রেসিং ইভেন্ট রাখা হয়েছে যা অন্যান্য গেমের চেয়ে আলাদা। অনেক ধরনের গাড়ির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ড্রাইভার ক্যারেক্টার দেয়া হয়েছে। গেমটি অনেকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। তবে যারা জিটিএ সিরিজের গেম পছন্দ করেন তাদের ভালো লাগতে পারে। গেমটি থেকে যা আশা করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে উপস্থাপন না করায় গেমটি বিভিন্ন গেম সমালোচকের চোখে অনেক কম রেটিং পেয়েছে। এডজ ম্যাগাজিনের এ পর্যন্ত রেটিং করা সবচেয়ে কম পয়েন্ট পাওয়া গেমের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এ গেমটি। সবচেয়ে কম পয়েন্ট (দশের মধ্যে এক) পাওয়া প্রথম গেমটি হচ্ছে কাবুকি ওয়ারিওরস। ইউরো গেমার ও গেম মাস্টারও তাদের রেটিং স্কোরে দশের মধ্যে ১ দিয়েছে এ গেমকে। কিন্তু গেম স্পট গেমটিকে দশের মধ্যে পাঁচ পয়েন্ট দিয়েছে। কি কারণে গেমটি এত খারাপ রেটিং পেয়েছে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কারণ একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গি একেকরকম। রেটিং যাই হোক না কেনো, টাইম পাস করার জন্য গেমটি মোটামুটি ভালোই বলা চলে।

গেমটির চালাতে লাগবে কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিএস বা এটিআই রাডেওন এইচডি ২৬০০ প্রো গ্রাফিক্স কার্ড ও ১২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের জন্য পিসির যে রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া হয়েছে তা গেমের মানের তুলনায় অনেক বেশি, এটি গেমটির কম স্কোর পাওয়ার আরেকটি কারণ।

লন্ডন ২০১২

ইন্সপায়ার এ জেনারেশন স্লোগান নিয়ে ২৭ জুলাই থেকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০১২ সামার অলিম্পিক। ধারণা করা হচ্ছে এতে ২০৪টি দেশের প্রায় ১০,৫০০ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবেন। ২৬টি আলাদা আলাদা খেলার মোট ৩০২ টি ইভেন্ট নিয়ে আয়োজিত এ ক্রীড়া উৎসব শেষ হবে ১২ আগস্ট। অলিম্পিকে খেলার জন্য যেসব খেলোয়াড়রা মনোনীত হয়েছেন তারা খেলতে যাবেন আর আমরা দর্শক হিসেবে বসে বসে খেলা উপভোগ করব। অনেকের মনে ইচ্ছা জাগতে পারে, আহা আমিও যদি অলিম্পিকে যেতে পারতাম? কিন্তু তা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। বছরের পর বছর কঠোর সাধনার ফসল হিসেবে তারা অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এ সুযোগ তো আর একদিনে লাভ করার জিনিস নয়। সে যাই হোক, দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো আমরাও খেলতে পারি অংশগ্রহণ করতে পারি অলিম্পিকে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যিকারের অলিম্পিকে না হোক কমপিউটারের সামনে বসে ঠিকই অলিম্পিক খেলার স্বাদ উপভোগ করা যাবে নতুন বের হওয়া গেম লন্ডন ২০১২ গেমের মাধ্যমে।

অলিম্পিকের খেলার ইভেন্টগুলো নিয়ে বেশ চমকপ্রদ একটি গেম ডেভেলপ করেছে সেগা স্টুডিওস অস্ট্রেলিয়া এবং তা পাবলিশ করেছে সেগা। গেমটি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ক্লাউড, প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০ কনসোলের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে গেমটির কিছু কিছু ইভেন্ট প্লেস্টেশন মুভ ও এক্সবক্স কাইনেক্ট সাপোর্ট করে। তাই যাদের কাছে প্লেস্টেশন মুভ ও এক্সবক্স কাইনেক্ট আছে তাদের পোয়াবারো। অলিম্পিক ২০১২ নিয়ে সেগার ব্যানারে আরেকটি গেম বের হয়েছে যার নাম মারিও অ্যান্ড সনিক অ্যাট দ্য লন্ডন ২০১২ অলিম্পিক গেমস। লন্ডন ২০১২ অলিম্পিকের ওপরে বানানো প্রথম গেম যাতে কো-অপারেটিভ মোড রয়েছে। গেমের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অনলাইন মোড। এতে যেকেউ দুনিয়ার অন্য গেমারদের সাথে পাল্লা দিয়ে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনলাইনে এ মোকাবেলায় নিজের দেশের জন্য মেডেলের ঝুলি ভারি করার লড়াই করতে হবে। অনলাইন মোড ও কো-অপারেটিভ মোডের কারণে গেমটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। গেমের খেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে- আর্চারি, অ্যাকোয়াটিক্স, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড, জিমন্যাস্টিক্স, শুটিং ইত্যাদি। এ খেলাগুলোর অভ্যন্তরে আরো কয়েক ধরনের ইভেন্ট রয়েছে।

গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালোই। গেমের পরিবেশ ও চরিত্র যথাসম্ভব প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। গেমটি পিসিতে খেলাটা কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। তবে গেম কন্ট্রোলার ব্যবহার করলে তা সহজ হয়ে যাবে। মূল অলিম্পিকের চেয়ে কিছু কম ইভেন্ট ও দেশ যুক্ত করা হয়েছে গেমটিতে। দুঃখের বিষয় গেমটিতে বাংলাদেশ যোগ করা হয়নি। গেমটি খেলার জন্য লাগবে ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ বা এটিআই ২৬০০ ও ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট গেমের মান অনুযায়ী বেশ মানানসই হয়েছে।

ফেইথ ইন ডেস্টিনি

ফ্যান্টাসি নির্ভর গেম স্পেলফোর্সের নাম অনেকেই হয়তো শুনেছেন। ২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করা এ গেম রোল প্লেয়িং গেমগুলোর মধ্যে বেশ ভালোই দাপট দেখাতে পেরেছিল। গেমটির জনপ্রিয়তা যে বেশ ভালো তা প্রমাণ করে দেয় গেমের এক্সপানশনগুলো। ২০০৩ সালে বের হওয়া প্রথম গেমের নাম ছিল স্পেলফোর্স দ্য অর্ডার অব ডওন ওবং এর এক্সপানশনগুলো ছিল রেথ অফ উইন্টার ও শ্যাডো অফ ফিনিক্স। ২০০৫ সালে বের হয় গেম সিরিজটির দ্বিতীয় গেম স্পেলফোর্স ২ এবং এর এক্সপানশনগুলো হচ্ছে– ড্রাগন স্টর্ম ও ফেইথ ইন ডেস্টিনি। নতুন এক্সপানশনটি ডেভেলপ করেছে ফ্রিমক্যাচার ইন্টার-অ্যাকটিভ এবং পাবলিশ করেছে নর্ডিক গেমস। গেম সিরিজটির মূল ডেভেলপার হচ্ছে জার্মানির ফেনোমিক গেম ডেভেলপমেন্ট এবং পাবলিশার হচ্ছে জোউড প্রডাকশন। স্পেলফোর্স সিরিজের গেমগুলো মূলত রোল প্লেয়িং ধাঁচের হলেও গেমে স্ট্র্যাটেজি গেমের ছায়া রয়েছে। এ গেমটি অনেকটা ডিয়াব্লো, স্যাক্রেড ও নেভার উইন্টার নাইটস গেমগুলোর মতো।

গেমে গেমারকে একজন সাইকনের ভূমিকায় খেলতে হবে। সাইকন বলতে তাদের বোঝায় যাদের শরীরে উর নামক এক বিরাটাকার ড্রাগনের রক্ত রয়েছে। সেই রক্তের শক্তিতে সাইকনরা কেউ নিহত হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরেকজন সাইকন তাকে আবার জীবিত করতে পারবে। গেমে কয়েক স্টেজে গেমারকে রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজির মতো সম্পদ আহরণ করতে হবে। সম্পদ হিসেবে আছে পাথর, রুপা ও লাইনা নামের এক ধরনের গাছের পাতা। গেমে সৈন্যবাহিনী বানিয়ে বিপরীত পক্ষকে আক্রমণ করার সুবিধাও দেয়া হয়েছে। মূল মিশনের পাশাপাশি বেশ কিছু সাইড মিশন রাখা হয়েছে গেমে। গেমে খেলতে খেলতে হিরো ও তার সহযোদ্ধাদের লেভেল বাড়বে এবং সে আরো উন্নত বর্ম, হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারবে যাতে করে হিরোর সুরক্ষা ব্যবস্থা, আরো শক্তিশালী হবে এবং আঘাত করার ক্ষমতা বাড়বে। খেলার সময় ম্যাপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লেভেলের অস্ত্র ও বর্ম পাওয়া যাবে। গেমের মজার ব্যাপার হচ্ছে মিশনের প্রতিটি সিকোয়েন্স বা কোয়েস্ট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই গেম অটোম্যাটিক্যালি সেভ হয়ে যায় যা অনেক ভালো একটি ব্যবস্থা এ ধরণের গেমের জন্য। গেমের সংলাপগুলো তেমন একটা বিরক্তিকর নয় যা অন্যান্য রোল প্লেয়িং গেমে দেখা যায়।

গেমের পরিবেশে রয়েছে ফ্যান্টাসি জগতের ছোঁয়া। নানারকম ইউনিট ও অবকাঠামো গেমের পরিবেশকে দিয়েছে অসাধারণ এক রূপ। মূলত রোল প্লেয়িং গেম হলেও এতে স্ট্র্যাটেজি গেমের ছায়া বেশ পরিলক্ষিত হয়। তাই একই গেমে পাবেন দুটি ভিন্ন স্বাদের গেমের মজা। গেমটি খেলতে হাই রিকোয়ারমেন্টের পিসির প্রয়োজন নেই, তাই সবাই গেমটি খেলতে পারবেন। স্পেলফোর্স ২ সিরিজের গেমগুলো খেলার জন্য ইন্টেলের পেন্টিয়াম ৪ ২.৫৩ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা এএমডির এথলন ২৫০০+ মানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ডিরেক্ট এক্স ৯.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৬০০ জিটি বা এটিআই রাডেওন এইচডি ২৬০০ এক্সটি মানের গ্রাফিক্স কার্ড এবং ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস হলেই চলবে।

কন্টিনেন্টাল ড্রিফট–আর্কটিক গেমস

আইস এজ অ্যানিমেশন মুভি দেখেননি বা এ মুভি সিরিজের নাম শোনেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ২০০২ সালে এ অ্যানিমেশন ফিল্ম সিরিজটির যাত্রা শুরু হয় এক অভিনব কাহিনী নিয়ে। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে আদিকালের কথা বা বরফ যুগের কথা, যখন দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াতো ম্যামথ (বিশালাকার লোমশ হাতি), স্মাইলোডন (দাঁতাল বাঘ) এবং আরো অনেক ধরনের প্রাণী। প্রথম কাহিনীর মূল উপজীব্য ছিল মানুষের প্রতি প্রাণীর ভালোবাসা। হারিয়ে যাওয়া এক ছোট্ট মানব শিশুকে ম্যানি নামের ম্যামথ, ডিয়েগো নামের স্মাইলোডন ও সিড নামের স্মথের নানা বিপদ আপদ পাড়ি দিয়ে তার বাবার কাছে পৌঁছে দেয়ার অভিযান নিয়ে বানানো হয়েছিল প্রথম মুভিটি। মুভিটি দর্শক মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। পরে মুভিটির আরো কয়েকটি পর্ব বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে– দ্য মেল্টডাউন, ডওন অব দ্য ডাইনোসর ও কন্টিনেন্টাল ড্রিফট। দ্বিতীয় মুভি দ্য মেল্টডাউনে দেখানো হয়েছে বরফ রাজ্যে বরফ গলে যাচ্ছে, তাই সবাই নতুন আবাসস্থলের খোঁজে অজানার পথে যাত্রা শুরু করে। এদিকে বরফের মধ্যে আটকে থাকা বিশাল আকারের মাংসাশী জলচর প্রাণীগুলো তাদের শীতনিদ্রা থেকে বের হয়ে স্থলচর প্রাণীদের ওপর আক্রমণকরা শুরু করে। তাই ম্যানি, ডিয়েগো এবং সিড পানি থেকে দূরে তাদের যাত্রা শুরু করে, পথে তাদের দেখা হয় একটি অপোসাম (একজাতীয় বৃক্ষবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণী) পরিবারের সাথে। তারা এই পরিবারটি দেখে অবাক হয়, কেননা এদের এক সদস্য হচ্ছে একটি মেয়ে ম্যামথ হাতি। কিন্তু সে নিজেকে অপোসাম মনে করে। ম্যানি মনে করতো সে হচ্ছে বরফ রাজ্যে বেঁচে থাকা একমাত্র ম্যামথ, কিন্তু আরেকটি জীবিত ম্যামথ ইলিকে পেয়ে সে খুব খুশি হয়। মূলত এই মুভিতে এই দুই ম্যামথের ভালোবাসার ব্যাপারটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তৃতীয় মুভি ডওন অব দ্য ডাইনোসরের মূল উপজীব্য হচ্ছে বরফ রাজ্যের প্রাণীদের সাথে ডাইনোসরদের মিলিত হবার রোমহর্ষক কাহিনী। এখানে দেখানো হয়েছে ম্যামথ ইলি অন্তঃসত্ত্বা তাই ম্যামি সবসময় ইলির দেখাশোনার দিকে মনোযোগ রাখে, কিন্তু ডিয়েগো, সিডকে সময় দেয় না। ফলে সিড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং সে ইচ্ছা পোষণ করে একটি পরিবার গড়ে তোলার। কিন্তু বরফ রাজ্যে সে একমাত্র জীবিত স্মথ। তাই সে কোথা থেকে যেন তিনটি বিশাল আকারের ডিম নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে দেখাশোনা করতে থাকে, পরে সেগুলো থেকে বের হয় ডাইনোসরের বাচ্চা এবং বাচ্চার খোঁজে ডাইনোসর এসে হানা দেয় ম্যামিদের আস্তানায়। প্রতিটি মুভি শুরু হয় পিচ্চি কাঠবিড়ালি স্ক্রাটের আখরোটের পিছে ছোটার ব্যাপারটি নিয়ে এবং সেই সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মুভির কাহিনী শুরু করে। তার আখরোটের পিছে ধাওয়া করার ব্যাপারটি এ মুভি সিরিজের সবচেয়ে হাস্যকর অংশ। শুধু স্ক্রাটের আখরোটের পেছনে ছোটা নিয়ে বের হয়েছে কয়েকটি শর্ট ফিল্ম, যার মধ্যে রয়েছে– গন নাট্টি, নো টাইম ফর নাটস এবং সারভাইভিং সিড। প্রতিটি মুভির নামে বের হয়েছে পিসি গেমসহ বেশ কয়েক ধরনের মোবাইল গেম।

নতুন গেমের নাম মুভির নামের চেয়ে একটু ভিন্ন করা হয়েছে মূল নামের শেষে আর্কটিক গেমস যুক্ত করে। আইস এজ ৪-এর কাহিনীর ওপরে নির্মিত নতুন গেমটি পাবলিশ করেছে অ্যাকটিভেশন নামের গেম পাবলিশার কোম্পানি। নতুন এ গেমে যুক্ত হয়েছে নতুন মুখ পিচেস নামের ম্যামথ, যে কি না ম্যামথ ম্যানি ও ইলির মেয়ে। গেমে মুভির থেকে আলাদা করে আরো কিছু অতিরিক্ত কাটসিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা বেশ ভালো লাগবে। গেমের মধ্যে মূল আইস এজ টিমের সাথে প্রতিপক্ষ হিসেবে আরেকটি টিমের মোকাবেলা হবে, যার সর্দার হচ্ছে গাট নামের বিশাল বনমানুষ। মুভির কাহিনী ও গেমের কাহিনীর মধ্যে বেশ তফাৎ রয়েছে, তাই একঘেয়ে লাগবে না। গেমে গাটের টিমের সাথে বিভিন্ন রকমের খেলার প্রতিযোগিতা করতে হবে বিশাল খাদ্যভাণ্ডারের গুপ্তধন পাওয়ার জন্য। গেমে মোট ১০ ধরনের খেলা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে– বব স্ম্যাশিং, স্লিপ স্লাইড, গেসিয়ার হপিং, শেল স্লাইড, কোকোনাট স্প্রিংশট, স্টাইল জাম্প, আইস স্ম্যাশ, স্ক্রাট ক্যানন, মাউন্টেন ড্রিফট ও প্রিহিস্টোরিক পাম্বার ইত্যাদি। বব স্ম্যাশিং ও আইস স্ম্যাশ গেম দুটো কাছাকাছি ধরনের একটিতে স্লাইড করে যাওয়ার সময় পাহাড়ের গুহার মধ্যে থাকা বরফের দেয়াল, পিলার ইত্যাদি ভাঙতে হবে

এবং অন্যটিতে ভূমির নিচের দিকে যাওয়ার জন্য বরফ ভেঙে রাস্তা তৈরি করতে হবে এবং আখরোট সংগ্রহ করতে হবে। স্লিপ স্লাইড ও মাউন্টেন ড্রিফট গেম দুটোও আবার একই ধরনের। দুটোতেই স্লাইড করে নির্দিষ্ট সময়ের আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হবে। তবে গেম দুটো আলাদা ক্যারেক্টার নিয়ে খেলতে হবে। এছাড়া একটি হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতর দিয়ে স্লাইডিং এবং অন্যটি হচ্ছে পর্বতের ওপর

স্লাইডিং ট্র্যাকের ওপর স্লাইডিং। গেসিয়ার হপিং গেমে দ্রুত গতিতে দৌড়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শতাধিক আখরোট সংগ্রহ করতে হবে। শেল স্লাইড গেমটিতে শামুককে বরফের মসৃণ সমতলে গড়িয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে, প্রতিপক্ষের থেকে লক্ষ্যস্থলে বেশি কাছাকাছি থাকতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। কোকোনাট স্প্রিংশট গেমে বিশাল আকারের গুলতিতে মার্বেলের বদলে নারিকেল নিয়ে দূরে ভেসে থাকা আইসবার্গের ওপরের গোলাকার নিশানায় লাগাতে হবে। যত কম সময়ে সবগুলো নিশানায় নারিকেল লাগানো যাবে তত বেশি পয়েন্ট পাওয়া যাবে। স্টাইল জাম্প গেমটিতে পর্বতের ওপর থেকে লাফিয়ে নামার সময় বিভিন্ন কসরত দেখাতে হবে এবং সেটি করার জন্য স্ক্রিনে প্রদর্শিত বিভিন্ন চিহ্ন এবং সংখ্যা যথাসময়ে চাপতে হবে কি-বোর্ড বা গেমপ্যাডের মাধ্যমে। স্ক্রাট ক্যানন ও প্রিহিস্টোরিক পাম্বার গেম দুটি খেলতে হবে মজার চরিত্র কাঠবিড়ালি স্ক্রাটকে নিয়ে। গেমটি সিঙ্গেল, মাল্টিপ্লেয়ার ও স্প্লিট মোডে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। ভিন্ন ধরনের অনেকগুলো গেম ও মাল্টিপ্লেয়ার অপশনের কারণে এবারের গেমটি আগের গেমগুলোর তুলনায় আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে।

প্রথম দর্শনে গেমের গ্রাফিক্স খুব একটা আহামরি মনে না হলেও গেমের গ্রাফিক্সের কারুকাজ কিন্তু বেশ ভালোমানের। গেমের গ্রাফিক্সের অ্যানিমেটেড মুভির গ্রাফিক্সের কাছাকাছি মানের হয়েছে। তাই গেমটি চালাতে পিসির সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট কিছুটা বেশিই চাওয়া হয়েছে। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন ২ এক্স২ ২৫০ মানের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৬০০ জিটিএস বা এটিআই রাডেওন এইচডি ৩৬৫০ মানের গ্রাফিক্স কার্ড এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com